Ingenuous Academy: ডিজিটাল মার্কেটিং (Freelancing) + চাকরির স্ব...

"ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে আয় করুন হাজার হাজার টাকা!" - এই আকর্ষণীয় স্লোগান দিয়ে অসংখ্য তরুণ/তরুণীকে ফাঁদে ফেলার অভিযোগ উঠেছে ইনজেনিয়াস অ্যাকাডেমি (Ingenuous Academy) ও এর প্রতিষ্ঠাতা মুবদিউল আলম মুফতির বিরুদ্ধে। ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সের নামে প্রতারণা, অশালীন আচরণ, হুমকি, এমনকি পারিবারিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা – ভুক্তভোগী ছাত্রীরা এমনই সব গুরুতর অভিযোগ করেছেন।

ছাত্রীরা জানান, “মুবদিউল আলম মুফতি "ডিজিটাল মার্কেটিং" কোর্সের নামে ছাত্রীদের আকৃষ্ট করে ৯,৫০০ টাকা ফি'র বিনিময়ে একাডেমিতে ভর্তি করাতেন। প্রাথমিকভাবে ২,০০০ টাকা জমা দিয়ে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হলেও, পরে ছাত্রীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাড়াতাড়ি বাকি টাকা আদায় করা হত। কিন্তু কোর্সের নামে তাদের কেবল ফেসবুক আইডি খোলা, গ্রুপে যোগ দেওয়া এবং কিছু সাধারণ পোস্ট শেয়ার করার মতো নিতান্ত প্রাথমিক বিষয় শেখানো হত। বাস্তবে এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রীরা ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে কোনো দক্ষতা অর্জন করতে পারত না বলে তারা অভিযোগ করেছেন।

মুফতির মিথ্যা দাবি ও প্রতারণার নতুন মাত্রা

ইনজেনিয়াস অ্যাকাডেমির প্রতারণার ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুফতি প্রধানত তরুণীদের টার্গেট করত। অবশ্যই তার প্রতিষ্ঠানে ছেলেরাও ছিল, কিন্তু মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশি। কারণ তার মতামত ছিল যে, মেয়েদের ধমকি হুমকি দিলে তারা চুপ হয়ে যাবে এবং প্রতিবাদ করবে না।

মুফতি তরুণীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন দেখাত। তিনি বলত, "তুমি আমার কোম্পানিতে জব করতে পারবে, স্কলারশিপ পাবে এবং মাসে ১০ হাজার টাকা ফিক্সড স্যালারি পাবে।"

তিনি ছাত্রীদের কাছে দুটি অফার পেশ করতেন। একটি ছিল ২০ হাজার টাকার কোর্স, যেখানে শুধু কোর্সের শিক্ষা দেওয়া হত। আরেকটি ছিল ৭,৫০০ বা ৯,৫০০ টাকার কোর্স, যেখানে স্কলারশিপ, ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ এবং জব সুবিধা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত।

কিন্তু বাস্তবে ছাত্রীরা এই সুযোগ-সুবিধাগুলোর কোনোটাই পেত না। তাদের কেবল ফেসবুক আইডি খোলা ও গ্রুপে যোগ দেওয়ার মতো সাধারণ বিষয় শেখানো হত। কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ বা জব সুবিধা দেওয়া হত না। উল্টো তাদের ছবি ও তথ্য ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের প্রচার চালানো হত এবং অনেকে যৌন হয়রানির শিকার হত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে প্রতিষ্ঠানের 'সিইও'

জানা গেছে, মুবদিউল আলম মুফতি চট্টগ্রামের ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার স্থায়ী বাড়ি কুষ্টিয়াতে হলেও, বর্তমানে সে চট্টগ্রামের ইপিজেড এলাকায় হাসপাতাল গেট সংলগ্ন নেভিকলনে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকে। তার প্রতিষ্ঠান "ইনজেনিয়াস অ্যাকাডেমি" ও এই ঠিকানাতেই অবস্থিত।

মুফতি নিজেকে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং সিইও হিসেবে পরিচয় দিতেন এবং লোকাল মার্কেটপ্লেসে কাজ করে মাসে লাখ লাখ টাকা আয় করেন বলে দাবি করতেন। তিনি নিজেকে একজন অভিজ্ঞ ফ্রিল্যান্সার হিসেবেও চিত্রিত করতেন। কিন্তু তার এই সব দাবীর সপক্ষে কোনো প্রমাণ তিনি কখনো দেখাতেন না। কোনো প্রকার সার্টিফিকেশন, আয়ের প্রমাণ বা কাজের নমুনা ছাড়াই তিনি এই সব মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে ছাত্রীদের বিশ্বাস অর্জন করতেন এবং তাদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলতেন।

একজন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের সিইও হতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মুফতি নিজেকে "সিইও" বলে দাবি

এই নতুন তথ্য মুফতির প্রতারণার চিত্র আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। তিনি শুধু ছাত্রীদের সাথে প্রতারণা এবং হয়রানি করেননি, বরং মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করেছেন।

ছাত্রীদের আরও অভিযোগ, মুফতি ছাত্রীদের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি এবং গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তাদের ছবি ও তথ্য ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা চালাতেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ছাত্রীদের অনুমতি ছাড়াই তাদের ছবি বিভিন্ন পোস্টে ব্যবহার করা হত, যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অস্বস্তি সৃষ্টি করত। এমনকি, তিনি ছাত্রীদের সাথে অনলাইনে অশালীন আচরণ করতেন, ব্যক্তিগত ছবি দাবি করতেন এবং অনৈতিক প্রস্তাব দিতেন বলেও অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

এ বিষয়ে অভিযোগ করতে গেলে মুফতি ছাত্রীদের গ্রুপ থেকে বের করে দিতেন এবং বিভিন্নভাবে হুমকি দিতেন। তিনি তাদের পরিবারের লোকজনের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের নাম খারাপ করার চেষ্টা করতেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সাবরিনা: মুফতির সহযোগী নাকি প্রেমিকা?

এই প্রতারণার জাল বিস্তারে মুফতির সাথে জড়িত ছিলেন **সাবরিনা** নামের এক নারী। তিনি নিজেকে ইনজেনিয়াস অ্যাকাডেমির **"জেনারেল মার্কেটিং অফিসার "** হিসেবে পরিচয় দিতেন এবং ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তার নিয়ন্ত্রণে ছিল বেশ কয়েকটি বড় ফেসবুক গ্রুপ, যেখানে হাজার হাজার সদস্য রয়েছে। এই গ্রুপগুলোর মধ্যে কিছু শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য এবং কিছু এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে এবং "এভরিওয়ান মেনশন" ফিচার ব্যবহার করে এই গ্রুপগুলোতে সদস্য সংগ্রহ করা হত।

ভুক্তভোগী ছাত্রীদের অভিযোগ, সাবরিনা ও মুফতির মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা মিলে এই প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে। তারা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এই তথ্য জানতে পেরেছেন এবং এর প্রমাণও তাদের কাছে রয়েছে বলে দাবি করেছেন।

ছাত্র/ছাত্রীরা আরও অভিযোগ করেছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া ইনজেনিয়াস অ্যাকাডেমি অন্য কোনো মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি করাতে পারে না। তারা ছাত্রীদের মাধ্যমেই আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের একাডেমিতে ভর্তি করতে চাপ প্রয়োগ করত। এমনকি, তাদের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক ভর্তি করানোর জন্য টার্গেট দেওয়া হত। এটি এক ধরনের এমএলএম ব্যবসা। প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল মার্কেটিং শিক্ষা দেওয়ার নামে তারা একটি পিরামিড স্কিম চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

মুফতি ছাত্রী/ছাত্রীদের বলতেন, তাদের তিন দিনের মধ্যে দুই জনকে একাডেমিতে "এফিলিয়েট" করতে হবে, অর্থাৎ দুই জনকে কোর্স কিনতে প্রভাবিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, যদি কারো মাধ্যমে কোনো ছাত্রী ভর্তি হয় এবং সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে কোর্স ক্রয় করে, তাহলেও মুফতি ওই ছাত্র/ছাত্রীকে ১০% কমিশন (৭৫০ বা ৯৫০ টাকা) দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিতেন।

মুফতি ছাত্র/ছাত্রীদের কেবল কোর্স কিনতে বাধ্য করতেন না, বরং তাদের এক ধরনের এমএলএম ব্যবসায় জড়িত করার চেষ্টা করতেন।

মুফতি সাথে রাহাতের যুগলবন্দী ও ছাত্রীদের নির্যাতন

অভিযোগ উঠেছে, মুফতির এই সকল অপকর্মে রাহাত তার সহযোগী ছিল। মুফতির মতো রাহাতও মেয়েদের হয়রানি করত বলে অভিযোগ উঠেছে এবং রাহাত হচ্ছে মুফতির বন্ধু। তবে রাহাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও গুরুতর। তার বিরুদ্ধে মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ, অনৈতিক প্রস্তাব এবং যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এমনকি এই সকল অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে কিছু চ্যাট এবং অন্যান্য তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

মার্কেটপ্লেসের আড়ালে কি?

মুফতির এই কর্মকাণ্ড একটি স্পষ্ট এমএলএম ব্যবসার ইঙ্গিত দেয়। এমএলএম ব্যবসায় সাধারণত সদস্যদের নতুন সদস্য ভর্তি করার জন্য চাপ দেওয়া হয় এবং তাদের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করতে হয়। মুফতিও একই ভাবে ছাত্রীদের নতুন ছাত্রী ভর্তি করার চাপ দিতেন এবং তাদের মাধ্যমে কোর্স "বিক্রি" করতে চাইতেন।

এই এমএলএম ব্যবসার মাধ্যমে মুফতি ছাত্রীদের শোষণ করছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি ছাত্রীদের আর্থিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের এই ব্যবসায় জড়িত করতেন এবং তাদের মাধ্যমে আরও ছাত্রীদের ফাঁদে ফেলতেন।

ভুক্তভোগী ছাত্রীরা জানান, মুফতির এই প্রতারণা এবং হয়রানির ঘটনায় তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তারা এ বিষয়ে প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচার কামনা করেছেন।

এ বিষয়ে অভিযোগ করতে গেলে মুফতি ছাত্রীদের গ্রুপ থেকে বের করে দিতেন এবং বিভিন্নভাবে হুমকি দিতেন। তাদের পরিবারের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের নাম খারাপ করার চেষ্টা করতেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এমনকি, মুফতির বাবা, যিনি নেভির একজন কর্মকর্তা, ছাত্র/ছাত্রীদের ঘরে লোক পাঠিয়ে ধমকি দিয়েছেন এবং মামলা থেকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছেন। তারা তাদের পিতার পদ ও প্রভাব ব্যবহার করে ছাত্রীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা এই হুমকির কারণে আতঙ্কিত এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

ছাত্রীরা আরও জানান, তারা প্রথমে পুলিশের কাছে গেলেও পুলিশ তাদের কোন সাহায্য করে নি। উল্টো পুলিশ তাদের বলেছে যে, এ ধরনের মামলায় তারা কিছু করতে পারবে না। এতে তারা আরও হতাশ হয়ে পড়েছেন।

এই ঘটনায় ছাত্রীরা ন্যায়বিচার পাবে কি? প্রশাসন কি তাদের পাশে দাঁড়াবে? নাকি মুফতি এবং তার বাবার প্রভাবের কারণে তারা নিরাপত্তাহীনতায় থাকবে?